সূধী,

আপনার নিশ্চয় স্মরণে আছে, গত ২ অক্টোবর ২০১৮ পথ চলা শুরু করেছিল শ্রমজীবী ব্লাডব্যাঙ্ক। পশ্চিমবঙ্গের বুকে অনন্য নজীর সৃষ্টি করেছে শ্রমজীবী ব্লাড সেন্টার । রাজ্যে প্রথম কোনো গ্রামীণ এলাকায় পথচলা শুরু করেছিল কম্পোনেন্ট সেপারেটরসহ ব্লাডসেন্টার।

আগামী ৭ জুলাই ২০২৪ শ্রীরামপুর চক্ষু ব্যাঙ্কে সকাল ১০টা থেকে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন আয়োজন করা হয়েছে। যে শিবিরে রক্ত সংগ্রহ করবে শ্রমজীবী ব্লাড সেন্টার।

কিন্তু কেন আপনি শ্রমজীবী ব্লাডসেন্টারে রক্তদান করবেন?

কারণ-

♦কম্পোনেন্ট সেপারেটর সহ (রক্তবিভাজন যন্ত্র, যার মাধ্যেমে রক্তের উপাদান পৃথক করা হয়) স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্লাড সেন্টার পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত এলাকায় সম্ভবত এটিই একমাত্র ব্লাড সেন্টার ।

♦ কম্পোনেন্ট সেপারেটর থাকার ফলে শ্রমজীবী ব্লাড সেন্টার থেকে রুগীর প্রয়োজনীয় রক্তের উপাদান, যেমন পি আর বি সি, প্লাজমা, প্লেটলেট সহজেই পাওয়া সম্ভব হয়।

♦ শ্রমজীবী ব্লাড সেন্টার দিবারাত্রি খোলা থাকে। ফলে ২৪ ঘন্টাই রুগীর প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহ করা হয়।

♦ শ্রমজীবী ব্লাড সেন্টার রক্তদান শিবির আয়োজনকারী বন্ধু সংগঠনকে কেবলমাত্র সরকার নির্ধারিত রিফ্রেশমেন্ট অনুদান ডোনার পিছু ৫০ টাকা ও উৎসাহভাতা ৫০০টাকা (প্রতি পঞ্চাশ জনে) দিয়ে থাকে। কোনো উপহার বা অতিরিক্ত অর্থ দেয় না,ফলত ঐ সব শিবিরে কেবলমাত্র প্রকৃত স্বেচ্ছা রক্তদাতারাই রক্তদান করেন।যার ফলে শ্রমজীবী ব্লাড সেন্টারের রক্ত নিরাপদ হওয়ার সম্ভবনা বাড়ে।

♦ শ্রমজীবী ব্লাড সেন্টার প্রত্যেক রক্তদাতা পিছু একটি ডোনারকার্ড প্রদান করে।যার মাধ্যমে কেবলমাত্র প্রসেসিং ফি ১৫০ টাকা দিয়ে এক ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা যায়।

♦ ডোনারকার্ড না থাকলেও সরকার নির্ধারিত প্রসেসিং ফি -র বিনিময়ে রক্ত সংগ্রহ করা যায়।

♦ শ্রমজীবী ব্লাড সেন্টার রক্তসংকটকালে বন্ধুদের সহযোগিতায় যথা সম্ভব ইনহাউস শিবির সংগঠিত করে।

♦শ্রমজীবী ব্লাড সেন্টার রুগীর বিশেষ সংকটকালে যথাসাধ্য চেষ্টা করে প্রয়োজনীয় গ্রুপের রক্ত সংগ্রহ করে দেওয়ার। আর তাতে বেশিরভাগ

ক্ষেত্রে সফল হয়। কেননা শ্রমজীবী হাসপাতালকে ঘিরে সর্বক্ষণ সজাগ থাকেন বন্ধুদের বিশাল বলয়। তাঁরাই ছুটে আসেন প্রয়োজনে।

♦শ্রমজীবী ব্লাড সেন্টার তথা শ্রমজীবী হাসপাতাল প্রতিনিয়ত নিয়োজিত থাকে নানা সামাজিক কর্মকান্ডে ফলে প্রতিদিনই সুযোগ্য বন্ধুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।তাল রেখে বাড়ে রক্তদাতার সংখ্যা।

♦আপনিও আপনার এলাকায় রক্তদান শিবির আয়োজন করে সমৃদ্ধ করুন শ্রমজীবী ব্লাড সেন্টার তথা শ্রমজীবী সমাজকে।

আপনার /আপনাদের সংগঠনের কাছে একান্ত আবেদন, তীব্র রক্তসংকটের মুহূর্তে বিশেষত এপ্রিল-মে মাসে আপনার এলাকায় অন্তত একটি রক্তদান শিবির করুন। বা রক্তদান শিবিরে এক ইউনিট রক্তদান করে মুমূর্ষু রুগীদের পাশে দাঁড়ান।

অভিনন্দনসহ

গৌতম সরকার

সহসম্পাদক

শ্রমজীবী হাসপাতাল।